

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

100148 - মুসলমি ময়ে খ্রিস্টান ছলেকে ভালবাসে এবং ববিহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়

প্রশ্ন

আমি বশি বছর বয়সী মুসলমি ময়ে। আমি একজন বদিশী খ্রিস্টান ছলেকে ভালবাসি, সে আরবী বলতে পারে না। আমার জন্যে খ্রিস্টান ছলে সাথে ববিহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কি জায়গে; যদি আমার ধর্ম নরিপদে থাকে। আমি পরপূর্ণ নশ্চিতি য়ে, আমার ইসলামরে উপর তা কোন প্রভাব ফলেবে না। এ প্রশ্নরে উত্তর যদি ‘না-বোধক’ হয়; তাহলে আমি কিভাবে তাকে ইসলামরে দকি আহ্বান করতে পারে? আপনাদরে নকিট কি ইসলামরে দকি আহ্বান করার সংস্থা আছে; যাত আমি তাকে সসেব সংস্থাতে যোগে দতি বলতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুসলমানদরে সর্বসম্মত অভিমিত হচ্ছ- কোন মুসলমি নারীর জন্য কাফরে সাথে ববিহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়গে নহে। সে কাফরে ইহুদী হোক, খ্রিস্টান হোক, কথিবা অন্য কছি হোক। আল্লাহ তাআলা বলনে: “ঈমান না আনা পরয়ন্ত মুশরকি পুরুষদরে সাথে বয়ি দেও না। মুশরকি পুরুষ তোমাদরেকে মুগ্ধ করলেও অবশ্যই মুমনি ক্রীতদাস তার চয়ে উত্তম। ওরা জাহান্নামরে দকি ডাকে; আর আল্লাহ তোমাদরেকে নজি ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দকি ডাকনে এবং তনি মানুষরে জন্য তাঁর আয়াতমালা (নদির্শনাবলি) সুস্পষ্টভাবে বরণনা করনে, যাতে তারা শক্িয়া নতিে পারে।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২২১] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: “অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার য়ে, তারা মুমনি নারী, তবে তাদেরকে কাফরিদরে কাছে ফরেত পাঠিয়ে দেও না। মুমনি নারীগণ কাফরিদরে জন্য বধৈ নয় এবং কাফরিগণ মুমনি নারীদরে জন্য বধৈ নয়।” [সূরা মুমতাহনি, আয়াত: ১০]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলনে: “মুসলমানগণ একমত য়ে, কোন কাফরে মুসলমান থেকে মরিছ (পরতিযকত সম্পত্তি) পাবে না। কোন কাফরে মুসলমি ময়েকে বয়ি করতে পারবে না।” [আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (৩/১৩০) থেকে সমাপ্ত]

এছাড়াও এটিনাজায়গে হওয়ার কারণ হচ্ছ- “ইসলাম মাথা উঁচু করতে এসছে; মাথা নত করতে নয়” যমেনটি বলছেন নবী

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। [হাদিসটি দারাকুতনী বর্ণনা করছেন এবং আলবানী সহিহ জামে গ্রন্থে (নং ২৭৭৮) হাদিসটিকে 'হাসান' আখ্যায়তি করছেন]

স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব রয়েছে। তাই কোন মুসলিম নারীর উপর কাফরকে কর্তৃত্ব দয়া না জায়গে। কারণ ইসলাম সত্য ধর্ম; ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম বাতিল। যদি এ বিধান জনেশুনে কোন মুসলিম ময়ে কাফরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে সে ময়ে ব্যভিচারী গণ্য হবে। তার শাস্তি হচ্ছে- ব্যভিচারিনীর শাস্তি। আর যদি না জনে বয়িতে জড়িয়ে যায় তাহলে সে নারীর অপারগতা গ্রহণযোগ্য; তবে তালাক ছাড়াই তাদের দুজনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা ফরজ। কারণ এ বয়ি বাতিল।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলতে চাই, যবে মুসলিম নারীকে আল্লাহ তাআলা ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করছেন তার উপর ফরজ ও তার অভিব্যক্তির উপর ফরজ এ ধরণে সম্পর্ক করা থেকে সাবধান হওয়া, আল্লাহ তাআলার দয়া সীমারখো লঙ্ঘন না করা, ইসলামকে নিয়ে গটববোধ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর যবে কটে সম্মান-প্রতাপিত্তি চায়, তবে সকল সম্মান-প্রতাপিত্তির মালিকি তো আল্লাহই।” [সূরা ফাতরি, আয়াত: ১০]

আমরা এই নারীকে উপদেশে দিচ্ছি তিনি যনে এ খ্রিস্টান ছলেরে সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কারণ কোন নারীর জন্য বগোনা কোন পুরুষের সাথে সম্পর্ক করা না জায়গে। ইতপূর্বে নং 23349 প্রশ্নোত্তরে সে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে।

আর যদি সে খ্রিস্টান ছলে নজিরে মন থেকে আগ্রহী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে তখন সে ছলেরে সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কোন আপত্তি নাই; যদি তার অভিব্যক্ত এতে রাজী হন।

আমরা এ নারীকে সে উপদেশে দিচ্ছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যবে নরিদশে দয়িছেন, সে যনে দ্বীনদার ও চরিত্রবান ছলে নরিবাচন করে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যনে, তার দৃষ্টিভিগুগি সংশোধন করে দনে, তাকে প্রজ্ঞা দান করেন।

আল্লাহই ভাল জাননে।